আজকের কাগজ

তারিখ 19 JUL 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

প্রাথমিক শিক্ষা ও কিছু কথা প্রসঙ্গে

প্রাথমিক শিক্ষা ও কিছু কথা এ শিরোনামে আজকের কাগজে অভিমত কলামে বিগত ১১ জুলাই '৯৩ ইং তারিখে এ কে এম সাজ্জাদ হোসেন, থানা নির্বাহী অফিসার- মনপুরা, ভোলা, সাহেবের লেখাটি পড়লাম। সাজ্জাদ হোসেন সাহেব বলেছেন ভোলা জেলার মনপুরা থানার একজন শিক্ষক প্রায় এক বছর স্কুলে না এসেও নিয়মিত মাসিক বেতন গ্রহণ করেছেন, অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দ পর্যায়ক্রমে স্কুলে আসেন। এ খবর পাঠ করে যে কোন সচেতন দেশবাসী বিচলিত হবেন। আমার প্রশ্ন কথিত শিক্ষক স্কুলে আসেন না, তাকে বেতন দেয়া হল কেন? তা হলে যিনি বেতন দিলেন তিনিও সমান দোষী। ওখানকার থানা শিক্ষা অফিসারকে মোটা অংকের বেতন দিয়ে অফিসে বসে মাছি মারার জন্য নিয়োগ দেয়া হয়নি। জনাব সাজ্জাদ হোসেন সাহেব আপনি অতি সুকৌশলে থানা শিক্ষা অফিসার সাহেবের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে কোন আলোকপাত করেননি, অপর পক্ষে তিনটি থানার শিক্ষকদের বদনাম ছড়াতে সামান্যতম কৃপণতাও করেননি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস থানা শিক্ষা অফিসার যথাযথ কর্তব্য ও দায়িত্ব পালন করলে একজন শিক্ষক কোনমতেই কর্তব্যে ফাঁকি বা অবহেলা করতে পারবেন না। শুধু অধস্তন কর্মচারীদের কাজের সমালোচনা হবে আর উর্ধ্বতন অফিসারদের অতি কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হবে এ মানসিকতার পরিবর্তন আবশ্যক।

এরই প্রেক্ষিতে জনাব সাজ্জাদ হোসেন সাহেব তিনটি থানার শিক্ষকদের বদনামের যে লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছেন তা ধান ভানতে শিবের গীত নয় কি? আর যেখানে সারা দেশের থানা নির্বাহী অফিসারগণ বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নের জন্য দক্ষতার সাথে কাজ করে যাচ্ছেন আর সাথে সাথে শিক্ষকবৃন্দও মাঠ পর্যায়ে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করছেন আর আপনি সেখানে বার বার শিক্ষক দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন এটাও আপনার জন্য গৌরবের কথা নয়।

মোঃ ফজলুর রহমান
রসায়ন বিভাগ,
ভিক্টোরিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ,
কুমিল্লা।